প্রথম আলো

২৩ জানুয়ারি ২০১৫, ১০ মাঘ ১৪২১, ২ রবিউস সানি ১৪

বকেয়া মূসক মওকুফ চায় পোশাক খাত

নিজস্ব প্রতিবেদক

চার বছরের বকেয়া মূল্য সংযোজন কর (মূসক) দিতে চান না তৈরি পোশাক খাতের ব্যবসায়ীরা।

এ জন্য সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে গতকাল বৃহস্পতিবার বৈঠক করেছেন বাংলাদেশ নিট পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিকেএমইএ) এবং বাংলাদেশ তৈরি পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) নেতারা।

বৈঠকে বিকেএমইএর সভাপতি এ কে এম সেলিম ওসমান, বিজিএমইএর সভাপতি মো. আতিকুল ইসলাম ও বিকেএমইএর সাবেক সহসভাপতি মোহাম্মদ হাতেম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক সূত্রমতে, ব্যবসায়ী নেতারা মন্ত্রীকে জানান যে বকেয়া মূসক দিতে হলে পোশাক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিপুল অঙ্কের অর্থ পরিশোধ করতে হবে। বিদ্যমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। পোশাকশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেবাগুলোর ওপর থেকে মূসক প্রত্যাহারের পাশাপাশি নগদ সহায়তার অর্থ ছাড়করণে যে জটিলতা রয়েছে, তা নিরসনেও বাণিজ্যমন্ত্রীর সহায়তা চান তাঁরা।

চার বছরের (২০০৮-২০১২) মূসক বিধিবিধানে মূসক মওকুফের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো শিল্পমালিকদের বকেয়া পাওনা পরিশোধের চাপ দিচ্ছে। কারখানার মালিকদের নগদ সহায়তা কার্যক্রমের ওপর অডিট অধিদপ্তর থেকেও নানা চাপ দেওয়া হচ্ছে বলে মন্ত্রীকে জানান নেতারা।

অবশ্য নগদ সহায়তার অর্থছাড়ে অনিয়ম থাকার অভিযোগে নারায়ণগঞ্জে গত বছর ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে একটি নিরীক্ষা দলকে ২৪ লাখ টাকা ঘুষ দেওয়া হয়েছিল। এ নিয়ে গণমাধ্যম বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচার করে।

বৈঠক বিষয়ে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে কাল রাতে বিজিএমইএর সভাপতি আতিকুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা ২০১৩-১৪ সময়ের মূসক দেওয়া থেকে ছাড় পেয়েছি। কিন্তু তার আগের ২০০৮-১২ সাল পর্যন্ত চার বছরের মূসক অন্যায়ভাবে চাওয়া হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে শিগগিরই এনবিআরের সঙ্গে বৈঠক করতে চাই।'

ব্যবসায়ী নেতারা বিপুল অঙ্কের বকেয়া মূসকের কথা বললেও তার পরিমাণ জানাতে পারেননি।

বৈঠক সূত্র জানায়, বাণিজ্যমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের দাবিগুলো সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন।